আলমডাঙ্গায় ৩ চোরাই মোটরসাইকেল উদ্ধার, গ্রেপ্তার ৩

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় ৩টি চোরাই মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে। এ সময় চুরির অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে ওসমানপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে এসব চোরাই মোটরসাইকেল উদ্ধারসহ ওই চোরচক্রের সদস্যদের আটক করে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ। চুরির ঘটনায় গতকাল শুক্রবার দুপুর ১টায় প্রেস ব্রিফিং করেন জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সদর সার্কেল আনিসুজ্জামান।

গতকাল শুক্রবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে ওই চোরচক্রের সদস্যদের জেলহাজতে পাঠানো হবে বলে জানান আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ । পুলিশের হাতে আটক হওয়া তিন চোরের বাড়ি উপজেলার হারদি ইউনিয়নের ওসমানপুর গ্রামে।

থানা পুলিশ জানায়, গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ জানতে পারে উপজেলার ওসমানপুর-দক্ষিণপাড়া এলাকায় চোরাই মোটরসাইকেল কেনাবেচা হচ্ছে। এমন খবরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাগপুর ফাঁড়ির একদল পুলিশ ওই এলাকায় অভিযান চালায়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর সময় রবজেল মন্ডলের ছেলে ওহিদুল মন্ডল (৪০), মহাসিন বুড়োর ছেলে গোলাম রসুল (৩৮), নুর মোহাম্মদের ছেলে খালেক আলী (৪৫)কে আটক করে পুলিশ। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে ৩টি মোটরসাইকেল উদ্ধার করে পুলিশ।

এ ব্যাপারে আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ বলেন, আটক হওয়া চোরদের বিরুদ্ধে পুলিশ বাদী হয়ে থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে। ওই মামলায় তাদের গ্রেপ্তার দেখিয়ে গতকাল আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হবে।

শৈলকুপায় হত্যা মামলার পলাতক আসামী ৯ বছর পর গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় হত্যা মামলার পলাতক আসামী ইসাহাক আলীকে ৯ বছর পর গ্রেপ্তার করেছে র্যাব।

সোমবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) ভোর রাতে রাজাবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি থানার ধর্মতলা এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সে শৈলকুপা উপজেলার চতুরা গ্রামের মৃত মাহমুদ আলীর ছেলে।

ঝিনাইদহ র্যাব-৬ এর কোম্পানী কোমান্ডার স্কোয়াড্রন লিডার ইশতিয়াক হোসেন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পারে শৈলকুপার চাঞ্চল্যকর আইয়ূব আলী মন্ডল হত্যা মামলার আসামী রাজবাড়ী জেলায় আত্মগোপনে আছে। পরে পুলিশ রাজবাড়ি জেলার বালিয়াকন্দি থানার ধর্মতলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে আসামী ইসাহাক আলীকে গ্রেফতার করে। মামলার পর থেকে আসামী দীর্ঘ ৯ বছর ধরে পলাতক ছিলো।

শৈলকুপা উপজেলার চতুড়া গ্রামে নেকবার মন্ডল ও আইয়ূব আলী মন্ডলের মধ্যে জমিজমা নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল। এরই জের ধরে ১১ এপ্রিল ২০১৪ সালে ইসাহাক আলীসহ তার সহযোগীরা আইয়ূব আলীকে কুপিয়ে মারাত্ম জখম করে। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

এ বিষয়ে নিহতের ভাই শওকত আলী মন্ডল শৈলকুপা থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। আদালত আসামীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেছে।

গ্রেপ্তারকৃত আসামী কে শৈলকুপা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

হরিণাকুন্ডুতে জসিম হত্যার

আসামী গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার কাপাশাটিয়া ইউনিয়নের ভালকী গ্রামের নবীছদ্দীনের ছেলে জসিম উদ্দীন (৩৫)নামের এক ব্যাক্তির হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংবাদ সম্মেলন করছেন হরিণাকুণ্ডু থানা পুলিশ।

আজ শুক্রবার (১৮ নভেম্বর) সকাল ১১ ঘটিকায় হরিণাকুণ্ডু থানাতে হত্যার ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সাংবাদিকদের ব্রিফিং করেন,থানা অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। জসিম উদ্দীন দ্বীর্ঘ্য দিন ধরে বিভিন্ন নারীর সাথে মেলামেশা করার কারণে নিহতের স্ত্রীর মনের মধ্যে প্রতিশোধের নেশা জন্ম হয়। এক পর্যায়ে স্ত্রী রিতা খাতুন একই গ্রামের জালাল মণ্ডলের ছেলে মালেকের সাথে যোগাযোগ করে স্বামী জসিম উদ্দীনকে হত্যার শড়যন্ত্র করে।

সুযোগ বুঝে গত ১৬ নভেম্বর মালেক ও রিতা খাতুন তাকে দুধের সাথে ঘুমের ঔষধ খাওয়ালে স্বামী জসিম অবচেতন হয়ে যায়। পরবর্তীতে তাকে টেনে হিচড়ে বাড়ির পার্শের মেহগনি বাগানে নিয়ে গিয়ে গলায় দড়ি প্যাঁচিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যার ঘটনা ঘটায় বলে জানান এই শীর্ষ কর্মকর্তা। আলামত হিসেবে ঘটনাস্থলে পড়ে থাকা দড়ি ও টিশার্ট পাওয়া গেছে। হত্যার ১৩ ঘন্টার মধ্যেই আসামী গ্রেপ্তারে সক্ষম হয় থানা পুলিশ। গ্রেপ্তারকৃতদের ৩০২/৩৪ প্যানাল কোডে, ৬ নং মামলা রুজু করে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

এ সময়ে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন,থানা সেকেণ্ড অফিসার এস আই দিপ্তেশ রায়, এস আই অনিশ,ও এস আই রেজওয়ান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হরিণাকুণ্ডুতে কর্মরত সকল ইলেক্ট্রনিকস ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ সহ আরও অনেকেই।

কুষ্টিয়ায় হত্যা মামলার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি গ্রেপ্তার

কুষ্টিয়া সদর উপজেলার জগতি এলাকার ইজিবাইকচালক সুজন শিকদার হত্যা মামলার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি রাকিবুল ইসলাম আসাদকে (৩৬) গ্রেপ্তার করেছে র্যাব।

রোববার বেলা ১২টার দিকে কুষ্টিয়া কার্যালয়ে প্রেস ব্রিফিং করে এ তথ্য নিশ্চিত করেন র্যাব ১২ এর অধিনায়ক অতিরিক্ত ডিআইজি মো. মারুফ হোসেন।

তিনি বলেন, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত রাকিবুল ইসলামের বাড়ি কুষ্টিয়া সদর উপজেলার আলামপুরের দত্তপাড়া গ্রামে। গত রাতে ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার বিরুলিয়া এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

র্যাব-১২ অধিনায়ক আরও জানান, ২০১৬ সালে হত্যাকাণ্ডের পর রাকিবুল ইসলাম গ্রেপ্তার হয়ে প্রায় দেড় বছর জেল খাটে। এরপর জামিনে মুক্তি পেয়ে সে সাভারের বিরুলিয়া এলাকায় আত্মগোপনে থেকে সেখানে সে রাজমিস্ত্রির হেলপার, বালুরঘাটের পাহারাদার এবং সর্বশেষ কোমল পানীয়র একটি কোম্পানির ডেলিভারি ম্যান হিসেবে কাজ করতো। এই হত্যা মামলা ছাড়াও রাকিবুলের বিরুদ্ধে একটি অস্ত্র এবং দুটি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের মামলা রয়েছে। প্রেস ব্রিফিং র্যাব ১২ কুষ্টিয়ার কোম্পানি কমান্ডার স্কোয়াড্রন লিডার মোহাম্মদ ইলিয়াস খানসহ র্যাব কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের ২৮ মার্চ কুষ্টিয়া সদর উপজেলার জগতি এলাকার ইজিবাইক চালক সুজন শিকদার (২৮) ভাড়ায় যাত্রী বহনের উদ্দেশে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। পরদিন ২৯ মার্চ কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলার সাতবাড়ীয়া এলাকার একটি লিচু বাগান থেকে সুজনের ক্ষতবিক্ষত মরদেহ উদ্ধার করে ভেড়ামারা থানা পুলিশ। ইজিবাইক ছিনতাইয়ের উদ্দেশে সুজনকে হত্যা করা হয় বলে জানা যায়।

এ ঘটনায় করা মামলায় ২০২২ সালের ৪ অক্টোবর কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ-১ এর বিচারক গ্রেপ্তার আসামি রাকিবুল ইসলামকে মৃত্যুদণ্ড ও দুই আসামিকে আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন।

গাংনীতে গ্রাম্য সালিশে একজনকে নির্যাতন ঘটনায় ৩ মাতব্বর গ্রেপ্তার

মেহেরপুরের গাংনীর বানিয়াপুকুর গ্রামে চুরির অপবাদে গ্রাম্য সালিশে বিচার করে জুবায়ের হোসেন (৪০) নামের একজনকে বেদম মারপিট করে রক্তাক্ত জখম করা হয়েছে এবং এক লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

নির্যাতনের শিকার জুবায়ের হোসেন ষোলটাকা গ্রামের আইয়ুব হোসেনের ছেলে। আহত জুবায়ের হোসেন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

এ ঘটনায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জুবায়ের বাদী হয়ে ৮জনকে নামীয় ও আরো ১০/১২ জনকে অজ্ঞাত আসামী করে গাংনী থানায় মামলা করে। গাংনী থানা পুলিশ গ্রাম্য মাতব্বর শরিয়তসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। অন্যান্য দুজন আসামী হচ্ছেন- শহিদুল ইসলাম ও রাশেদুল ইসলাম বিদ্যুত। তিনজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

আহত জুবায়ের হোসেন জানান, তিনি সোমবার রাতে বানিয়াপুকুর গ্রামের পাশে নিজ পুকুর পাড়ে মাছ পাহারা করছিলেন। এসময় গ্রামের মাহাতাব আলীর ছেলে আলাল, আচেল উদ্দীনের ছেলে রবিউল ও মোজাফের ছেলে আজাম্মেল ওই জুবায়ের হোসেনকে বেধড়ক মারপিট করে। এতে জুবায়ের হোসেনের দুই পা হাত ও পিঠে জখম হয়। পরে তারা জুবায়েরকে প্রাইমারী স্কুলের একটি কক্ষে আটক রাখে।

মঙ্গলবার সকালে হেমায়েতপুর ক্যাম্প পুলিশের উপস্থিাতিতে সালিশ বৈঠকের ডাক দেয়া হয়। সালিশে জুবায়েরকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ৩০০ টাকা মুল্যের নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে মুচলেকা নেয়া হয়। সেই সাথে এক লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। মারাত্মক আহত জুবায়েরকে তার পরিবারের লোকজন উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে।

বানিয়াপুকুর গ্রামের প্রধান মাতব্বর শরিয়ত জানান, গ্রামের লোকজন জুবায়েরের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে ধরে বিচার সালিশ বসিয়েছে তাই সামাজিক ভাবে তার বিচার করা হয়েছে। গ্রাম্য বিচারে আদায়কৃত টাকা কী কাজে ব্যবহার করা হবে জানতে চাইলে তিনি সামাজিক উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা হবে বলেও জানান তিনি। সালিশীতে একলাখ টাকা জরিমানা করতে পারে কি না? এমন প্রশ্নের জবাব মেলেনি।

ষোলটাকা গ্রামের সাবেক মেম্বর ময়নাল হক জানান, তিনিসহ ষোলটাকা গ্রামের লোকজন জুবায়েরকে নিতে এসেছিলাম কিন্তু বানিয়াপুকুর গ্রামের সমাজপতিরা জুবায়েরকে না দিয়ে জরিমানা করেছে এবং মুচলেকা লিখে নেয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ থাকার পরও কিভাবে সালিশের নামে মারধর করে তা বোধগম্য নয়। সমাজপতিরা যে মোটা টাকা জরিমানা করেছে তা সম্পুর্ণ অবৈধ।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, জুবায়ের হোসেনের দায়ের করা মামলাটি আমলে নিয়ে ঘটনার সত্যতা পাওয়ায় ইতোমধ্যে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছেন। আসামীদেরকে বুধবার দুপুরে মেহেরপুর আদালতে প্রেরণ করা হয়। অন্যান্য আসামীদেরকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে বলেও জানান ওসি।

কুষ্টিয়ায় লোকমানের হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার ও ফাঁসির দাবিতে মানববন্ধন

কুষ্টিয়ায় রক্সি পেইন্টের এরিয়া ম্যানেজার মোঃ লোকমান হোসেনের হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার ও ফাঁসির দাবিতে মানববন্ধন করেছে মজমপুর গেট হার্ডওয়ার দোকান মালিকরা।

বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টায় কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সামনে এই মানববন্ধন কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, পূর্ব পরিকল্পিতভাবে এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটনো হয়েছে।

তারা অভিযোগ করে বলেন, দর্পণ হার্ডওয়ারের কাছে রক্সি পেইন্ট দশ লক্ষ টাকা পেতো কিছুদিন আগে দুই লক্ষ টাকার একটা চেক প্রদান করে দর্পণ হার্ডওয়ার। তাতে টাকা না থাকলে লোকমান পুনরায় ঐ দোকানে যায় সে সময় তাকে মারধোর ও এই নির্মমতা চালানো হয় এবং তাকে হত্যা করেছে এমন অভিযোগ করেন দোকান মালিকরা।

এই হত্যাকাণ্ডের সাথে যারা যারা জড়িত এবং পরিকল্পনাকারীদেরকে আইনের আওতায় এনে ফাঁসির দাবি করেন মানববন্ধনে বক্তারা।

উল্লেখ্য, গতকাল বুধবার বেলা ১১ টায় দর্পণ হার্ডওয়ারের পিছনে লোকমান হোসেনের অর্ধ গলিত মরদেহ উদ্ধার করে ভেড়ামারা পুলিশ। তিনি ২ আগস্ট থেকে নিখোঁজ হন তার স্ত্রী টুম্পা ভেড়ামারা থানায় একটি জিডি করে ছিলেন।

নিখোঁজের একদিন পরেই তার মরা দেহ উদ্ধার করা হয়। তিনি কুষ্টিয়ায় রক্সি পেইন্টের এরিয়া ম্যানেজার হিসেবে কর্মরতা ছিলেন। শহরের মজমপুরে থাকতেন তার গ্রামের বাড়ি খুলনা বাগেরহাট। এই ঘটনার পর থেকে দর্পণ হার্ডওয়ারের কর্মরত সকলেই আত্মগোপনে আছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৪ জন গ্রেপ্তার

মেহেরপুরে পুলিশের নিয়মিত অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৪ আসামী গ্রেপ্তার হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে জিআর মামলার ১ ও সিআর মামলার ৩ জন। গাংনী থানা পুলিশ ১ জনকে মুজিবনগর থানা পুলিশ ২ জনকে ও সদর থানা পুলিশ ১ জনকে গ্রেপ্তার করেন।

রবিবার রাতে জেলার বিভিন্ন স্থানে পৃথক অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার অভিযানে নেতৃত্ব দেন গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক, মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল ও সদর থানার ওসি শাহ দারা খান। পুলিশের পৃথক টীম এ অভিযানে অংশ নেন।

এছাড়া গত ২৪ ঘন্টায় বেআইনি সমাবেশ করার অপরাধে বিভিন্ন ধারায় একটি ও মারামারির অভিযোগে মুজিবনগর থানায় একটি মামলা রেকর্ড হয়েছে। মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোল রুম এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

আজ সোমবার সকালের দিকে এসব আসামীদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।